তারিখ : 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি

৯ বছরে লক্ষাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেলেও ফলাফল শূন্য

- ৪৭ শতাংশ শিক্ষক এ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ
- প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন আমলা ও শিক্ষা কর্মকর্তারা

রাকিব উদ্দিন

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে শিক্ষা প্রশাসন। নয় বছরে এই পদ্ধতি সম্পর্কে লক্ষাধিক শিক্ষককে ধারণা দেয়া হলেও ফলাফল প্রায় শূন্য। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত দুই বছরের এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রায় অর্ধেকই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারছেন না। তাদের কেবল সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এর ফলে নিষিদ্ধ নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেই মূলত সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা টিকে রয়েছে বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) গত জুলাইয়ের 'একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন'-এ বলা হয়েছে, 'সৃজনশীল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ প্রশ্ন ও আংশিক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারে যথাক্রমে ৫২ দশমিক ৯৭ শতাংশ ও ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ শিক্ষক।'

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারির 'একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন'-এ দেখা গেছে, 'সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন ৫১ দশমিক ০৪ শতাংশ শিক্ষক।' অর্থাৎ গত প্রায় দেড় বছরে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের কোন সৃজনশীল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সৃজনশীল : প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজে আসেনি। প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষকদের দক্ষতাও খুব একটা বাড়েনি।

শিক্ষানীতিতে-২০১০-এ দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এটির ২৪ অধ্যায়ে শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক।' এ জন্যই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'আসলে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণের নামে ঋণের অর্থে বিদেশ ভ্রমণের প্রতিযোগিতা চলছে। আমলা, প্রকল্প কর্মকর্তা ও সুযোগ-সন্ধানী শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ করছেন। প্রকৃত শিক্ষকরা বিদেশি প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। প্রশিক্ষকদেরও তা দেয়া হচ্ছে না। আবার দেশে যেসব প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় তা কেবল খাওয়া-দাওয়া ও ভাতা নেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য বড় বড় প্রকল্পের হাজার হাজার কোটি টাকা অপব্যয় হচ্ছে, ঋণের বোঝা বাড়ছে।'

মাউশি'র ৯টি অঞ্চলের ১৮ হাজার ৫৯৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে গত জুলাইয়ে ৯ হাজার ৩১৯টি বিদ্যালয়ে সুপারভিশন করা হয়েছে, যা মোট বিদ্যালয়ের ৫০ দশমিক ১১ শতাংশ। এর মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যালয় সুপারভিশনের হার সবচেয়ে বেশি ৬৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং রংপুর অঞ্চলে সুপারভিশনের হার সবচেয়ে কম ৪০ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুপারভিশনকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে মোট কর্মরত শিক্ষক আছেন এক লাখ ১৫ হাজার ৪৩৮ জন। এদের মধ্যে পিবিএম (কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৫৬১ জন, কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ ২৫ হাজার ৬২৮ জন, আইসিটিতে প্রশিক্ষণ ৩২ হাজার ৫৬৫ জন, কারিকুলাম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৫৯ হাজার ৩০০ জন এবং সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৭২৫ জন শিক্ষক।

এতে দেখা গেছে, অনেক শিক্ষক একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েও উন্নত পাঠদান সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আবার প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষকদের অনেকেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এ হিসেবেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বেশি দেখানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

কারণ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের হিসেবে, দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজ পর্যন্ত পাঠদানকারী মোট শিক্ষক আছেন চার লাখ ৬৮ হাজার ৯৪৩ জন। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম'র (সেসিপ) দলিলে স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন বিষয়ে বর্তমানে দুই লাখ ২৪ হাজার শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের মোট ৬০ হাজার ৭৭০ জন শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয় বলে সেসিপ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে প্রায় এক লাখ শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে 'সেসিপ' প্রকল্পের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পিডি) ও মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান সংবাদকে বলেন, 'সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। সৃজনশীল পদ্ধতির মডেল সম্পর্কে শিক্ষকদের মাত্র তিনদিন করে ধারণা দেয়া হয়েছে। তবে এখন শিক্ষকদের ছয়দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তারা ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন।'

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির (মাধ্যমিক) সভাপতি মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'এই ধরনের প্রশিক্ষণ কোন কাজে আসবে না। কারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণের নামে চলছে প্রকল্পের টাকা লুটপাট। এটি এখন মাত্রাহীন। শিক্ষামন্ত্রী কাদের পরামর্শে ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণের আয়োজন করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের। কিন্তু এই প্রশিক্ষণের নামে বিদেশ ভ্রমণ করছেন আমলা ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা, যারা কখনো ক্লাশে যান না।'

শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয় বুঝতে না পারলে পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ছে কীভাবে- এমন প্রশ্নের জবাবে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের অন্যতম সমন্বয়কারী মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষকরা নোট-গাইড পড়ে ক্লাশে যাচ্ছে। এগুলোতে সৃজনশীল প্রশ্ন থাকছে, উত্তরপত্রও থাকছে। প্রশ্নকর্তারাও নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। কোচিংয়ের ওপর নির্ভরতাও বেড়েছে।'

বর্তমানে পরীক্ষায় দুইভাবে প্রশ্নপত্র করা হয়। এর মধ্যে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এমসিকিউ এবং ৬০ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। তবে ২০১৭ সাল থেকে এমসিকিউ ১০ নম্বর কমানো হয়।

ব্যর্থতার কারণে বারবার নাম বদল

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 'সেসিপ' প্রকল্পটি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান' প্রণয়নের সময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (পিবিএম) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরে ২০০০ সালে 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট' (সেসিপ) এ নামে একই কাজ শুরু হয়।

এই প্রকল্পের মূল্য হলো- দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গুণগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বিকেন্দ্রীকৃত পিবিএম, স্কুল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং একাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে পিবিএম পদ্ধতির সাফল্যের অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশে তা চালু করা হলেও ফলাফল প্রায় শূন্য।

জানা গেছে, মুখস্ত নির্ভর পড়াশুনার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাই করার লক্ষ্যে সরকার সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করেছে। ২০০৮ সাল থেকে সৃজনশীল পদ্ধতি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবর্তন করা হয়। এর আগে ২০০৭ সালের ১৮ জুন এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয় ২০১০ সালে। পরের বছর আরও চারটি বিষয়ে এই পদ্ধতি চালু হয়। ২০১৩ সালে এসএসসির গণিত ও ইংরেজির একটি বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়েই সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়। বর্তমানে প্রায় সব বিষয়েই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে।

২০১২ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসিতে প্রথমবারের মতো বাংলা ১মপত্রের পরীক্ষা হয় সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে। বর্তমানে এইচএসসি পর্যায়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু আছে মোট ২৭টি বিষয়ে। মূল বিতর্ক হলো- সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর পর আট বছর অতিবাহিত হলেও দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের প্রায় অর্ধেকের বেশি শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না। তারা যথাযথ প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন না। অথচ প্রশিক্ষণের নামে আমলা ও প্রভাবশালী শিক্ষা কর্মকর্তারা ঘন ঘন বিদেশ ভ্রমণ করছেন।